সুখেন দাসের ছবি
মান অভিমান
প্রযোজনা প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়

প্রতিমা পিকচার্স প্রোডাকসনের

প্রতিমা চট্টোপাধ্যায় প্রযোজিত

মান অভিমান

কাহিনী চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ **সুখেন দাস**

সঙ্গীত পরিচালনা ঃ **অজয় দাস**

চিত্রগ্রহণ পরিকল্পনা ঃ বিজয় দে ।। চিত্রগ্রহণ ঃ শান্তি দত্ত ।। প্রধান সম্পাদনা ঃ রমেন ঘোষ ।। শিল্প নির্দেশনা ঃ সূর্য্য চট্টোপাধ্যায় ।। রূপসজ্জা ঃ হাসান জামান ।। কর্মসচিব ঃ সুখেন চক্রবর্ত্তী ।। শব্দপুনঃ যোজনা ও সঙ্গীত গ্রহণ ঃ সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ; জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ।। শব্দগ্রহণ ঃ অনিল নন্দন ।। গীত রচনা ঃ শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; অজয় দাস ।। নেপথ্য কণ্ঠ ঃ আরতি মুখার্জ্জী ; মৃণাল চক্রবর্ত্তী ; শিপ্রা বসু ।। পটশিল্পী ঃ চণ্ডী ধর ।। স্থির চিত্র ঃ ষ্টুডিও বলাকা ।। পরিচয় লিখন ঃ নিতাই বসু ; কোষাধ্যক্ষ ঃ সুরজিত বটব্যাল ।। মুদ্রণে ঃ প্রণব রায় ।।

রূপায়ণে

অনিল চট্টোপাধ্যায় ; সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ; ছায়া দেবী ; বিকাশ রায় ; শিশির বটব্যাল ; সবিতাব্রত দত্ত ; সন্তু মুখার্জ্জী ; শেখর চট্টোপাধ্যায় ; নবাগত রাজকুমার ; শিপ্রা বসু ; নির্ম্মল ঘোষ ; বলাই মুখোপাধ্যায় আনন্দ মুখার্জ্জী ; অতনু ; অরুনাভ ; সংহিতা ; লাভলি, মাঃ সোনা, বিশ্বনাথ, অজিত, গৌতম, সতু; সুরজিত, শঙ্কর, বুলু নান্টু ; ক্ষুদিরাম, মানস, সৌরেণ, শান্তি, লালমোহন, গোপী দে, অসিত, নিতাই, বলাই, প্রবীর, সুনীল, জুয়েল, বিনয়, সন্দীপ, সূর্য্য, অঞ্জন, মুরারী, হিরেন, রাজা, দিলীপ, প্রদ্যুৎ ; বিনয় ; পরিতোষ, রাজু ঠাকুর, ধীরু, সমরজিত, ভরত, মহাদেব, সৌরভ, শ্রীপর্ণা, দীপশ্রী, কৃষ্ণা, সুভাষ ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ।।

অরুণা মুখার্জী (বাটিক প্রিন্ট) বাঘাযতীন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বালক বিভাগ) মলয় দাস, তপতী দাস, অর্চনা দাস ; সুনীল গুপ্ত (সি আই. যাদবপুর) অনিতা চ্যাটার্জ্জী পূর্ণজিৎ চ্যাটার্জী, দেবযানী ও ইন্দ্রানী চ্যাটার্জী, তারক রায় ।

সহকারীবৃন্দ ঃ চিত্রগ্রহণ ঃ জয় মিত্র ।। সম্পাদনা ঃ উজ্জ্বল নন্দী ।। সঙ্গীত গ্রহণ ঃ বলরাম বারুই ।। রূপসজ্জা ঃ প্রমথচন্দ্র ।। শিল্প নির্দেশনা ঃ রামনিবাস ভট্টাচার্য্য ।।

পরিচালনা ঃ সুধীর চট্টোপাধ্যায়, তপন ভট্টাচার্য্য ; রাণা চট্টোপাধ্যায় ।।

চিত্রগ্রহণ ঃ নুরু সঙ্গীত পরিচালনা ঃ ওয়াই, এস, মুলকী ; উৎপল দে ; ভরত কাকী"

ব্যবস্থাপনা ঃ অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ; অতুল ; লক্ষ্মণ ।।

শব্দগ্রহণ ঃ গোপাল ।। রূপসজ্জা ঃ তপন, আখতার ।।

ব্যবস্থাপনায় ঃ পাঁচুগোপাল দাস ।। আলোক সম্পাতে ঃ সতীশ হালদার ; দুখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, অনিল পাল, বেণুধর, বিমল, মঙ্গল সিং, গোবিন্দ হালদার, মধুসূদন, রতন সেন, রামস্বরূপ, তপন সেন, রসায়নাগারে ঃ অনিল মাহান্ত, চণ্ডী শীল, চণ্ডী ব্যানার্জ্জী, রণজিত গাঙ্গুলী, পঞ্চানন সরকার, বাবলু বক্সী; প্রবীর মহান্ত, তারক দে ।। সম্পাদনা ঃ দুর্লভ কুমার, রথীন বসু ।।

সাজসজ্জা ঃ শের আলি, পচা, সনৎ, প্রবীর, রায় ।।

প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে এন টি ১নং ষ্টুডিও এ গৃহীত ।। অজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ।

নৃত্য পরিচালনা ঃ পরভীন কুমার (বম্বে)

নৃত্যে ঃ মিস্ ববি ঃ ঝুনু শর্মা ।

বানিজ্য সচিব ঃ শংকর ঘোষাল, উৎপল দত্ত ।

প্রচার পরিকল্পনা ঃ স্বপন কুমার ঘোষ

প্রচার অংকনে ঃ ডিজাইন এস. স্কোয়ার ।

প্রেক্ষাগৃহসজ্জা ঃ অনুপ কর্মকার ।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ **বি. কে. চ্যাটার্জী ।**

বিশ্ব পরিবেশনা ঃ **প্রতিমা মুভীজ ।**

শিল্পপতি অনিমেশ মুখার্জী কিছু ঋণের টাকা পরিশোধ করে সত্যবাবুর বাড়ী থেকে ফিরছিলেন সঙ্গে ছিল স্ত্রী কমলা ও মেয়ে শুভ্রা । পথে একটি বাচ্চা পুতুল হকারের সঙ্গে অনিমেষের গাড়ীর ধাক্কা লাগে । অনিমেশ জানতে পারে ছেলেটির নাম শুভংকর চ্যাটার্জী, পিতৃ-মাতৃ হীন, কিন্তু সুযোগের

অভাবে পড়াশুনা করতে পারছেনা, তাই অনিমেশ শুভংকরকে নিয়ে এসে বাড়ীতে রেখে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেন। এদিকে অনিমেশের বাড়ীতে আছে মা শৈল ও একছেলে উদয়। উদয় ছেলেবেলা থেকেই উদ্ধত প্রকৃতির এবং ঠাকুমার আদরে হয়ে ওঠে উচ্ছৃংখল। একদিন উদয় হয়ে ওঠে একজন সমাজ বিরোধী, উচ্ছৃংখল এবং চিটার। আর শুভ এম এ. পাশ করে। শৈল প্রতিনিয়তই শুভকে গালাগাল করে এবং দোষারোপ করে শুভর জন্যই আজ উদয় ঘর ছাড়া। শুভ জানে যে উদয় কোথায় রাত কাটায়। তাই শুভ একদিন বাঈজী বাড়ী গিয়ে উদয়কে বাড়ী ফিরতে অনুরোধ করে। কিন্তু উদয় তাতে কর্ণপাত না করে শুভকে গুলি করে। বাঈজী ঝাঁপিয়ে পড়ে পিস্তলের সামনে এবং মারা যায়। উদয় বাইরে এসে পুলিশকে ফোন করে জানায় যে অনিমেশ মুখার্জীর পালিত পুত্র শুভংকর চ্যাটার্জী ঐ বাঈজীকে খুন করেছে। উদয় বাড়ী ফিরে সবাইকে বলে যে শুভ তাকে খুন করতে গিয়েছিল।

কমলা একথা বিশ্বাস করে না। শুভ মুখ খোলে না। শুভ রাস্তায় ছুটতে ছুটতে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে। হঠাৎ দেখে ট্যাক্সিতে পড়ে আছে একটা এ্যাটাচি কেস, শুভ এ্যাটাচি কেস খুলে দেখে বহু টাকা তার ভেতর। একটি ঠিকানা পায় তাই ঠিকানা মত এ্যাটাচি কেসটা ফিরিয়ে দিতে যায় সত্যসুন্দরের বাড়ীতে। যে অনিমেশকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। সত্যবাবু আনন্দে শুভর কাছে এগিয়ে আসে। শুভ অসুস্থ দেখে সত্যবাবু তাকে বাড়ীতে রেখে দেন।

এদিকে উদয় দিনের পর দিন অনিমেশের নাম ভাঙ্গিয়ে বহুলোকের থেকে টাকা ঋণ করেছে এবং অনিমেশের সই নকল করে ব্যাংক থেকে প্রচুর টাকা তুলেছে। পাওনাদাররা প্রায়ই এসে বাড়ীতে হামলা করে। এই অবস্থা দেখে কমলা উদয়কে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন। বাড়ী মর্টগেজ রাখবার জন্য বাড়ীর দলিল নিয়ে সত্যবাবুর সাহায্য চান।

ওদিকে শুভ সত্যবাবুর বাড়ীতে অফিস ফাইল দেখাশুনার কাজ করতে থাকে। একদিন সত্যবাবুর বন্ধু ডি. সি. গুপ্ত বেড়াতে আসেন এবং সত্যকে জিজ্ঞেস করেন সে কি করে ব্যাগ ফিরে পেল। সত্য তখন সমস্ত ঘটনা বলেন। শুভ কিন্তু আবার সত্যর কাছে সুন্দর চ্যাটার্জী হিসেবে পরিচিত শুভ কথা বলতে বলতে বুঝতে পারে পুলিশ ওকে সন্দেহ করছে। কমলা সব জানতে পেরে বলেন পুলিশকে সব সত্যি প্রকাশ করতে হবে। উদয় এসে শুভকে ধরবার চেষ্টা করে। এমন সময় পুলিশ বাড়ীতে ঢুকে পড়ে এবং খুনী উদয়কে ধরবার চেষ্টা করে, উদয় পিস্তল বের করে। কমলা পেছন থেকে বন্দুক এগিয়ে আসেন তারপর? পুলিশ কমলাকে কোর্টে হাজির করে। ম্যাজিষ্ট্রেট সব শুনে কমলাকে মুক্তি দেন। শুভ কমলাকে বলে "ছোট মা"। কমলা বলে আমি তোর ছোটমা নই আমি তোর "মা"।

সংগীত

গান। এক
কথা—অজয় দাস
সুর—অজয় দাস
শিল্পী—আরতি মুখার্জী

আমার ময়ূর পঙ্খী তরী
এনেছি এবার কুলায়
কে যাবি আয় আয় আয়রে,

আমার আকাশ তলে
সোনার স্বপন দোলে
দোলে দোলে……

কখনও মেঘে মেঘে আসে
সহসা বরশা আশা ও দুরাশা
থাকি তবু ভরসায়রে

আমার এই পুতুল ঘরে
দিবানিশি যত কান্না হাসি ঝরে ঝরে
সে ব্যথা পুষি কত প্রাণে প্রাণে
দেখেছি গো আমি কত যে নয়নে
যত আমি পথ যাইরে ॥

গান। দুই
কথা—শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর—অজয় দাস
শিল্পী—আরতি মুখার্জী

এমন করে যে আমায় সুর দিলো বুকে
দু'চোখে আলোর রাশি
অধরে ফুলের হাসি
খুঁজি আমি আমার সেই মাকে

এই যে সবুজ মাটি এই যে আকাশ
ফুলেরই বনে বনে গন্ধ বাতাস
মায়ের ঐ গোলাপ রাঙা পরশ লাগা
ধুলিকণায়

মমতার চিহ্ন গেছে রেখে ॥
যখন ভাসি আমি নয়ন জলে
মা এসে দেয় মুছিয়ে তার আঁচলে

তুমি যে ছোট্ট বুকের ভালবাসা
তুমি যে আমার মুখের মিষ্টি ভাষা
সেই যে ভাষায় আমার কথা বলা
শুরু হ'ল

জীবনের প্রথম আলোকে ॥

গান। তিন
কথা—শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর—অজয় দাস
শিল্পী—মৃণাল চক্রবর্তী
ও
শিপ্রা বসু

বাঁধিতে চেওনা আমায়
ভাঙ্গাবাঁশী উতলা হ'ল
ছেঁড়া তার সুরেলা হ'লো
ধুলো জমা তানপুরাটায়
বাঁধিতে চেওনা আমায় ॥

আমি আবার আমাকে ফিরে পাবো,
ভাবিনি তো স্বপ্ন ছড়াবো।
খুশি ঝরে অন্তরে
এই মন প্রান্তরে
ছোট নদী মন হ'তে চায়
বাঁধিতে চেওনা আমায় ॥

কেন কথারা গোলাপ হ'য়ে ফোটে
পাখীদের গানে ভরে ওঠে
গুণ গুণ গুঞ্জনে
সুর ঝরে অঙ্গনে
জীবনের উছলতায়
বাঁধিতে চেওনা আমায় ॥

গান। চার
কথা—শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর—অজয় দাস
শিল্পী—শিপ্রা বসু

কে এলে এলে গো রসিক নাগর তুমি
একটি রাতের জন্য শুধু
হতে পারি আমি তোমার বধূ
বেশী কি আর দিতে পারি আমি।
বাকী রাত তোমার সাথে কাটিয়ে দেবো
বিনিময়ে খুশী করার মূল্য পাব
যখনি রাত ফুরাবে জানিতো মিটিয়ে
দেবে পাওনা দেনা

আমি আর তেমন কিছু নয়তো দামী।
কত আর গানের আসর
সাজিয়ে রাখি
কত রাত নিজেকে আর
দেবো যে ফাঁসি।
চিনিনা বাদশা গোলাম
যে কেনে তারই কাছে আমি কেনা
নিজেকে বিকিয়ে যাবো দিনযামী।

শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবলম্বনে—**এক জমাট নাটক !**

শিয়ালদার কাছে

নেতাজী · মঞ্চে

নাটক / বীরু মুখার্জী. সুর / অভিজিৎ ব্যানার্জী. আলো / তাপস সেন. মঞ্চ / সুরেশ দত্ত

পরিচালনা / **জ্ঞানেশ মুখার্জী**

শ্রেঃ মাধবী / নির্মল কুমার / গৌরীশংকর / মহুয়া / শংকর / কল্যাণী / তিলক / নীহার / তমাল / শ্যামল / দীপেন / ড্যানিয়েল এবং গীতা দে / ইরা / জ্ঞানেশ ও অনুপকুমার।

প্রতি বৃহস্পতি ও শনি—৬৷৷৹ টায় / রবি ও ছুটীতে—৩ ও ৬৷৹ টায়।

মুদ্রণে ঃ বুক-ষ্টার—১৮/৫সি, এন্টনীবাগান লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯
যুগবার্তা প্রেস, কলিকাতা-৭০০০০৯